কৃষকদের শিক্ষণীয় বিষয়

Strengthening Adaptive Farming in Bangladesh, India and Nepal

European Union

Caritas Austria

safbin
For Small Farmers Future

গ্রন্থনা ও সম্পাদনায়

আগষ্টিন বাড়ৈ, প্রোগ্রাম ম্যানেজার (এন আর এম), ন্যাশনাল অফিস
সুক্লেশ জর্জ কস্তা, ন্যাশনাল কোঅর্ডিনেটর, সাফবিন
কৃষিবিদ এস. এম. জিল্লুর রহমান, রিসার্চ অফিসার, সাফবিন

প্রকাশনায়

ডেনিস সি. বাস্কে
আঞ্চলিক পরিচালক, কারিতাস রাজশাহী অঞ্চল
মহিষবাথান, রাজশাহী কোর্ট, জিপিও বক্স নং-১৯
রাজশাহী-৬০০০, বাংলাদেশ
টেলিফোন +৮৮ ০৭২১ ৭৭৪৬১০
E-mail: rd.rro@caritasbd.org
website: www.caritasbd.org

প্রকাশকাল

ফেব্রুয়ারি ২০১৪

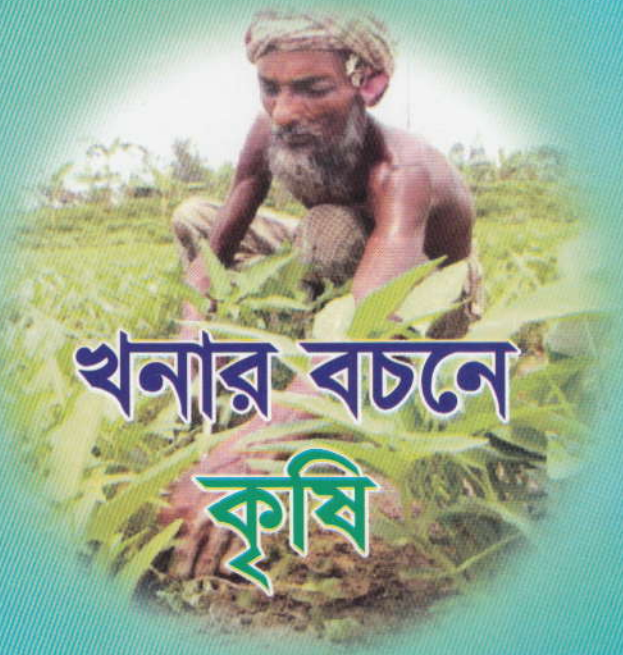

খনার বচনে কৃষি

বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিতে প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহার ও গুরুত্ব অপরিসীম যার অধিকাংশের-ই জনক খনা। যা খনার বচন নামে পরিচিত। খনার বচন মূলত কৃষিতত্ত্বভিত্তিক ছড়া। আনুমানিক ৮ম থেকে ১২শ শতাব্দীর মধ্যে রচিত। খনা বাস করতেন পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলায় (বর্তমানে বারাসাত জেলার) দেউলিয়া গ্রামে। তার পিতার নাম ছিল অনাচার্য। অন্য একটি কিংবদন্তি অনুসারে তিনি ছিলেন সিংহল রাজ্যের কন্যা। খনা বা ক্ষনা কথিত আছে তার আসল নাম লীলাবতী। বিক্রমপুরের রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজ সভার প্রখ্যাত জ্যোতির্বিদ বরাহপুত্র মিহির খনার স্বামী ছিলেন। (কথিত আছে বরাহ তার পুত্রের জন্ম কোষ্টি গননা করে তার পুত্রের আয়ু এক বছর দেখতে পেয়ে শিশুপুত্র মিহিরকে একটি পাত্রে করে সমুদ্র জলে ভাসিয়ে দেন। পাত্রটি ভাসতে ভাসতে সিংহল দ্বীপে পৌছলে সিংহলরাজ শিশুটিকে লালন পালন করেন এবং পরে কন্যা খনার সাথে বিয়ে দেন।) খনা এবং মিহির দু'জনেই জতিষশাস্ত্রে দক্ষতা অর্জন করেন। মিহির এক সময় বিক্রমাদিত্যের সভাসদ হন। একদিন পিতা বরাহ এবং পুত্র মিহির আকাশের তারা গননায় সমস্যায় পরলে, খনা এ সমস্যার সমাধান দিয়ে রাজা বিক্রমাদিত্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

গণনা করে খনার দেওয়া পূর্বাভাষ রাজ্যের কৃষকরা উপকৃত হতো বলে রাজা বিক্রমাদিত্য খনাকে দশম রত্ন হিসাবে আখ্যা দেন। খনার এই ভবিষ্যতবাণীগুলোই খনার বচন হিসাবে পরিচিত হতে থাকে। খনা মানুষের খাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠে। রাজসভায় প্রতিপত্তি হারানোর ভয়ে প্রতিহিংসায় বরাহের আদেশে মিহির খনার জিহব্বা কেটে দেন। এর কিছুকাল পরে খনার মৃত্যু হয়। খনার বচন মূলত কৃষিতত্ত্বভিত্তিক ছড়া। অজস্র খনার বচন যুগ যুগান্তর ধরে গ্রাম বাংলার জন জীবনের সাথে মিশে আছে। যদিও তা আজ বিলুপ্তির পথে। জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শী এই বিদুষী নারীর রচিত খনার বচনসমূহ বাংলা ভাষা সংস্কৃতির অন্যতম কাঠামো ও কৃষ্টি।

উক্ত প্রকাশনা যুগ যুগ ধরে গ্রাম বাংলা কৃষকদের বহুল ব্যবহৃত ও কৃষকের জীবনের সাথে জড়িত কৃষি বিষয়ক ছড়া বা প্রবাদের একটি সংকলন। কৃষকগণ তাদের প্রত্যাহিক জীবনে এগুলো ব্যবহার করে উপকৃত হবেন বলে বিশ্বাস করি। খনার বচন বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহিত।

প্রকাশক

১

হাতে হাত ছোঁয়'না
মরা মাটি রয়না, নারিকেল সয়না

২

হাত বিশেক করি ফাঁক
আম কাঁঠাল পুতে রাখ

৩

গরু ছাগলের মুখে বিষ
চারা না খায় রাখিশ দিশ

৪

ভরা হতে শূন্য ভাল, যদি ভরতে যায়
আগে হতে পিছে ভাল, যদি ডাকে মায়

৫

থেকে বলদ না বয় হাল
তার দুঃখ চিরকাল

safbin
For Small Farmers Future

৬

গুয়ায় গোবর, বাঁশে চিটা
কাট দাদা, কাটিশনা বেটা

৭

ধরলে পোকা দিবি ছাই
এর ভাল আর কিছুই নাই

৮

তাল বাড়ে ঝোপে
খেজুর বাড়ে কোপে

৯

তিনশ পয়ষট্টি কলা রুয়ে
থাকবে চাষা ঘরে শুয়ে

১০

দাতার নারিকেল, বখিলের বাঁশ
কমেনা কোন কালে- বাড়ে বার মাস

safbin
For Small Farmers' Profit
কারিতাস বাংলাদেশ

১১

খেত আর পুত
যত্ন বিনে যমদূত

১২

ধনের মধ্যে ধান, আর ধন হ'ল গাই
সোনা রূপা কিছু কিছু আর সব ছাই

১৩

উঠান ভরা লাউ-শশা
খনা বলে লক্ষ্মীর দশা

১৪

গাই গেল হালে
দুধ উঠল চালে

১৫

গুয়ায় গোবর, বাঁশে মাটি
অফলা নারকেলের শিকড় কাটি

safe bin
For Small Farmers Future

১৬

কলা রুয়ে না কাট পাত
তাতেই কাপড় তাতেই ভাত

১৭

বীজ আনো খুঁজি
নয় যাবে পুঁজি

১৮

গাছ যদি হয় তাজা মোটা
তাড়াতাড়ি ধরবে গোটা

১৯

নারিকেলের গাছে নুন মাটি
শীঘ্র শীঘ্র বাঁধে গুটি

২০

নারিকেল বার হাত, সুপারী আট
এর থেকে ঘন হলে তখনই কাট

safbin
For Small Farmers Future

CARITAS
ক্যারিতাস
বাংলাদেশ

২১

আগিয়ে দক্ষিণে পা
যেথা ইচ্ছা সেথা যা

২২

বাঁশ মরে ফুলেতে
মানুষ মরে ভুলেতে

২৩

গরুর মুখে দিয়ে ঘাস
তার পরে করবে চাষ

২৪

শোনরে মালি বলি তোরে
কলম রো শাওনের ধারে

২৫

মাংস খেলে মাংস বাড়ে, দুধে বাড়ে বল
ঘিয়ে বাড়ে মস্তিস্ক, শাকে বাড়ে মল

safbin
For Small Farmers' Future

২৬

সবল গরু গভীর চাষ
তাতে পুরে চাষার আশ

২৭

বুড়া গরু ঝরা ধান
যে বেচে সেই সেয়ান

২৮

নিজে মূর্খ পুত নাই
এর চাইতে কি আর কষ্ট ?

২৯

চাষার বলে দেশটা নাচে
সোনা ফলে গাছে গাছে

৩০

চাষার পো জাগবে আগে
তার পর সুরুজ জাগে

safbin
For Small Farmers Future

CARITAS BANGLADESH
ক্যারিতাস বাংলাদেশ

৩১

দক্ষিণ দুয়ারী ঘরের রাজা
পূর্ব দুয়ারী তাহার প্রজা
উত্তর দুয়ারী খাজনা নাই
পশ্চিম দুয়ারী মুখে ছাই

৩২

খাটে খাটায়, লাভের গতি
তার অর্ধেক কাঁধে ছাতি
ঘরে বসে পুছে হাত
তার কপালে হা-ভাত

৩৩

পূবে হাঁস, পশ্চিমে বাঁশ
উত্তরে কলা, দক্ষিণে খোলা

৩৪

বার বছরে ফলে তাল
যদি না লাগে গরুর নাল

৩৫

খাই বসিলে বড়ই পেট
খাই খাইলে যমের ভেট

safbin
For Small Farmers Future

৩৬

গাই কিনবে দুয়ে
বলদ কিনবে বেয়ে

৩৭

গরুর পিঠে তুললে হাত
গিরস্তে কভু পায়না ভাত

৩৮

ভরা পেট খায়
মরণ পাছে যায়

৩৯

বারো মাসে বারো ফল
না খাইলে যায় রসাতল

৪০

সকাল শোয় সকাল ওঠে
তার কড়ি না বৈদ্য লুটে

safbin

৪১

আলো হাওয়া বেঁধোনা
রোগে ভোগে মরো না

৪২

আনারসের কচি পাতা করে কৃমি নাশ
ফলের রসেতে হয় আমাশয় বিনাশ

৪৩

পাতার কষে, গাছের রসে
সকল রোগের ওষুধ আছে

৪৪

কৃমি যদি সারাতে চাও
কদম পাতার রস খাও

৪৫

(ফল) সকালে খাওয়া সোনা
দুপুরে খাওয়া রূপা
সাঁঝে খাওয়া লোহা

safebin
For Small Farmers Future

৪৬

বাসক পাতার এমন গুণ
পুরানো কাশে ধরে ঘুন

৪৭

সারায় কাশি তুলশির রস
জ্বরের ওষুধ শিউলির কষ

৪৮

গাছ যত তিতা
বাতাস তত মিঠা

৪৯

বেল খেয়ে খায় পানি
জির (কৃমি) বলে মইলাম আমি

৫০

কালা জ্বর সারায় কালো মেঘের রস
যকৃতের দোষ সারায় দন্তকলস

safebin

৫১

নিম তিতা, নিশিন্দা তিতা, তিতা পীতরাজ
সর্ব রোগের ওষুধ ধরে তাইতো কবিরাজ

৫২

নিত্য নিত্য ফল খাও
বদ্যি বাড়ি নাহি যাও

৫৩

থানকুনির পাতার কষে
আমাশয়ের ওষুধ আছে

৫৪

মঙ্গলে উষা, বুধে পা
যথা ইচ্ছা তথা যা

৫৫

পান লাগালে শ্রাবণে
খেয়ে না কুলায় রাবণে।

safe bin
Free Small Farmers Project

৫৬

তপ্ত, অন্ন, ঘন দুধ
যে খায় সে নির্বোধ
ঘোল, কুল কলা
তিনে নাশে গলা

৫৭

আম, নিম, জামের ছালে
দাঁত মাজও কুতূহলে

৫৮

খালি পেটে খাবে কুল
ভর পেটে খাও মূল

৫৯

ফল খেয়ে জল খায়
জমে বলে আয় আয়

৬০

শুভ দেখে করবে যাত্রা
কানে না শুনে কু-বার্তা

safebin
Free Sanitary Napkins

৬১

বেঁধে রাখ কদম পাতা
সেরে যাবে যত ব্যাথা

৬২

তাল, তেতুল কুল
তিনে করে বাস্তু নির্মূল

৬৩

পুত্র ভাগ্যে যশে ভাসে
কণ্যা বাগ্যে লক্ষী আসে

৬৪

নিজের বেলায় আঁটি সাঁটি
পরের বেলায় চিম্‌টি কাটি

৬৫

হলে নড়বড় দুধে পানি
লক্ষী বলে চললাম আমি

safbin
For Small Farmers' Future

CAPUTAS
ক্যাপিটাস বাংলাদেশ

৬৬

যদি বর্ষে মাঘের মেষ
ধণ্যি রাজা, পুণ্যি দেশ

৬৭

গাজর, গন্ধি, সুরী
তিন বোধে দূরী।

৬৮

খনা ডেকে বলে যান
রোদে ধান ছায়ায় পান

৬৯

গাছগাছালি ঘন সবে না
গাছ হবে তার ফল হবে না

৭০

খনা বলে শোন ভাই
নেংগে নেংগে কার্পাস পাই।

safebin
For Small Footprint Future

CARITAS
ক্যারিতাস
বাংলাদেশ

৭১

যদি না হয় আগনে বৃষ্টি
তবে না হয় কাঁঠালের সৃষ্টি

৭২

যদি না হয় আগনে পানি,
কাঁঠাল হয় টানাটানি

৭৩

যত জ্বালে ব্যঞ্জন মিষ্ট
তত জ্বালে ভাত নষ্ট

৭৪

যে না শোনে খনার বচন
সংসারে তার চির পচন।

৭৫

ডাঙ্গা নিড়ান বান্ধন আলি
তাতে দিও নানা শালি।

safbin
Pure Snack Cashews Cashew

৭৬

চাষী আর চষা মাটি
এ দুয়ে হয় দেশ খাঁটি।

৭৭

গাছে গাছে আগুন জ্বলে
বৃষ্টি হবে খনায় বলে।

৭৮

জ্যৈষ্ঠে খরা, আষাঢ়ে ভরা
শস্যের ভার সহে না ধরা।

৭৯

আষাঢ় মাসে বান্ধে আইল
তবে খায় বহু শাইল।

৮০

আষাঢ়ে পনের শ্রাবণে পুরো
ধান লাগাও যত পারো।

safe bin
Pro Small Farmers Future

৮১

পূর্ব আষাঢ়ে দক্ষিণা বয়
সে বৎসরে বন্যা হয়।

৮২

তিন শাওনে পান
এক আশ্বিনে ধান।

৮৩

পটল বুনলে ফাগুনে
ফলন বাড়ে দ্বিগুনে।

৮৪

ফাগুনে আগুন, চৈতে মাটি
বাঁশ বনে শীঘ্র উঠি।

৮৫

ভাদ্রের চারি, আশ্বিনের চারি
কলাই করি যত পারি।

safebin

৮৬

লাঙ্গলে না খুঁড়লে মাটি,
মই না দিলে পরিপাটি
ফসল হয় না কান্নাকাটি।

৮৭

সবলা গরু সুজন পুত
রাখতে পারে খেতের জুত।

৮৮

গরু-জরু-ক্ষেত-পুতা
চাষীর বেটার মূল সুতা।

৮৯

শোন শোন চাষি ভাই
সার না দিলে ফসল নাই।

৯০

রোদে ধান, ছায়ায় পান

safbin
For Small Farmers Future

CARITAS বাংলাদেশ

৯১

আগে বাঁধবে আইল
তবে রুবে শাইল।

৯২

চৈত্রেতে থর থর
বৈশাখেতে ঝড় পাথর
জ্যৈষ্ঠেতে তারা ফুটে
তবে জানবে বর্ষা বটে।

৯৩

খরা ভুঁইয়ে ঢালবি জল
সারা বছর পাবি ফল।

৯৪

ষোল চাষে মূলা, তার অর্ধেক তুলা
তার অর্ধেক ধান, তার অর্ধেক পান,
খনার বচন, মিথ্যা হয় না কদাচন।

৯৫

সোমে ও বুধে না দিও হাত
ধার করিয়া খাইও ভাত।

safbin
For Small Farmers Future

৯৬

কাঁচা রোপা শুকায়
ভুঁইয়ে ধান ভুঁইয়ে লুটায়।

৯৭

বার পুত, তের নাতে
তবে কর কুশার ক্ষেতি।

৯৮

ফাল্গুনে আগুন চৈতে মাটি
বাঁশ বলে শীঘ্র উঠি।

৯৯

ফাল্গুনে আট, চৈতের আট,
সেই তিল দায়ে কাট

১০০

খনা বলে চাষার পো
শরতের শেষে সরিষা রো।

safe bin
For Small Farmers Future

১০১

বামুন বাদল বান
দক্ষিণা পেলেই যান।

১০২

বিপদে পড়ে নহে ভয়
অভিজ্ঞতায় হবে জয়।

১০৩

ভাদরে করে কলা রোপন
স্ববংশে মরিল রাবণ।

১০৪

খনা বলে শুনে যাও
নারিকেল মূলে চিটা দাও
গাছ হয় তাজা মোটা
তাড়াতাড়ি ধরে গোটা।

১০৫

ডাক ছেড়ে বলে রাবণ
কলা রোবে আষাঢ় শ্রাবণ।

safe bin
For Small Premises Future

১০৬

যদি থাকে টাকা করবার গোঁ
চৈত্র মাসে ভুট্টা দিয়ে রো।

১০৭

ষোল চাষে মুলা তার
অর্ধেক তুলা তার
অর্ধেক ধান
বিনা চাষে পান।

১০৮

বেঙ ডাকে ঘন ঘন
শীঘ্র হবে বৃষ্টি জান।

১০৯

আউশ ধানের চাষ
লাগে তিন মাস।

১১০

যদি বর্ষে ফাল্গুনে
চিনা কাউন দ্বিগুনে।

safbin
For Small Farmers Future
CARITAS কারিতাস বাংলাদেশ

১১১

যদি হয় চৈতে বৃষ্টি
তবে হবে ধানের সৃষ্টি।

১১২

চালায় চালায় কুমুড় পাতা
লক্ষ্মী বলে আছি তথা।

১১৩

আখ, আদা, রুই
এই তিন চৈতে রুই।

১১৪

চৈতে দিয়া মাটি
বৈশাখে কর পরিপাটি।

১১৫

পাঁচ রবি মাসে পায়,
ঝরা কিংবা খরায় যায়।

safbin
For Small Farmers Future

১১৬

জৈষ্ঠতে তারা ফুটে
তবে জানবে বর্ষা বটে।

১১৭

বাঁশের ধারে হলুদ দিলে
খনা বলে দ্বিগুণ বাড়ে।

১১৮

শোনরে বাপু চাষার বেটা
মাটির মধ্যে বেলে যেটা
তাতে যদি বুনিস পটল
তাতে তোর আশার সফল।

১১৯

মাঘ মাসে বর্ষে দেবা
রাজ্য ছেড়ে প্রজার সেবা।

১২০

আমে ধান
তেঁতুলে বান।

safe bin
For Small Farmers Future

কেয়ারিতাস বাংলাদেশ

১২১

সূর্যের চেয়ে বালি গরম
নদীর চেয়ে প্যাক ঠান্ডা।

১২২

সোল বোয়ালের পোনা
যার যারটা তার কাছে সোনা।

১২৩

কাচায় না নোয়ালে বাশ,
পাকলে করে ঠাস ঠাস।

১২৪

জ্যৈষ্ঠে শুকো আষাঢ়ে ধারা
শস্যের ভার না সহে ধরা।

১২৫

দিনের মেঘে ধান
রাতের মেঘে পান।

safbin
CARITAS BANGLADESH
ক্যারিটাস বাংলাদেশ

১২৬

ফাল্গুন না রুলে ওল,
শেষে হয় গন্ডগোল।

১২৭

মাঘে মুখী, ফাল্গুনে চুখি
চৈতে লতা, বৈশাখে পাতা।

১২৮

সকল গাছ কাটিকুটি
কাঁঠাল গাছে দেয় মাটি।

১২৯

শোনরে বাপু চাষার পো
সুপারী বাগে মান্দার রো।
মান্দার পাতা পচলে গোড়ায়
ফড়ফড়াইয়া ফল বাড়ায়।

১৩০

গোবর দিয়া কর যতন
ফলবে দ্বিগুন ফসল রতন।

safbin
For Small Farmers Future
CARITAS BANGLADESH
ক্যারিতাস বাংলাদেশ

১৩১

তিনশ ষাট ঝাড় কলা রুয়ে
থাকগা চাষি মাচায় শুয়ে।
তিন হাত অন্তর এক হাত খাই
কলা পুতগে চাষা ভাই।

১৩২

শুনরে বেটা চাষার পো,
বৈশাখ জ্যৈষ্ঠে হলুদ রো।
আষাঢ় শাওনে নিড়িয়ে মাটি
ভাদরে নিড়িয়ে করবে খাঁটি।
হলুদ রোলে অপর কালে,
সব চেষ্টা যায় বিফলে।

১৩৩

যে চাষা খায় পেট ভরে
গরুর পানে চায় না ফিরে
গরু না পায় ঘাস পানি
ফলন নাই তার হয়রানি

safe bin

CARITAS কারিতাস বাংলাদেশ

১৩৪

সেচ দিয়ে করে চাষ
তার সবজি বার মাস।

১৩৫

আম লাগাই জাম লাগাই
কাঁঠাল সারি সারি,
বারো মাসের বারো ফল
নাচে জড়াজড়ি।

১৩৬

সাত হাতে, তিন বিঘাতে
কলা লাগাবে মায়ে পুতে
কলা লাগিয়ে না কাটবে পাত,
তাতেই কাপড় তাতেই ভাত।

১৩৭

বিশ হাত করি ফাঁক,
আম কাঁঠাল পুঁতে রাখ।
গাছ গাছি ঘন রোবে না,
ফল তাতে ফলবে না

safe bin
For Small Farmers Future

CARITAS
ক্যারিতাস বাংলাদেশ

১৩৮

শীষ দেখে বিশ দিন
কাটতে কাটতে দশদিন।
ওরে বেটা চাষার পো,
ক্ষেতে ক্ষেতে শালী রো।

১৩৯

খনা বলে শুন কৃষকগণ
হাল লয়ে মাঠে বেরুবে যখন
শুভ দেখে করবে যাত্রা
না শুনে কানে অশুভ বার্তা।
ক্ষেতে গিয়ে কর দিক নিরূপণ,
পূর্ব দিক হতে হাল চালন
নাহিক সংশং হবে ফলন।

১৪০

এক পুরুষে রোপে তাল,
অন্য পুরুষি করে পাল।
তারপর যে সে খাবে,
তিন পুরুষে ফল পাবে।

safbin
For Small Farmers Future
CARITAS BANGLADESH
ক্যারিতাস বাংলাদেশ

চৈতে গিমা তিতা
বৈশাখে নালিতা মিঠা
জ্যৈষ্ঠে অমৃতফল আষাঢ়ে খৈ,
শায়নে দৈ।
ভাদরে তালের পিঠা,
আশ্বিনে শশা মিঠা,
কার্তিকে খৈলসার ঝোল,
অগ্রাণে ওল।
পৌষে কাম্বি, মাঘে তেল,
ফাল্গুনে পাকা বেল।

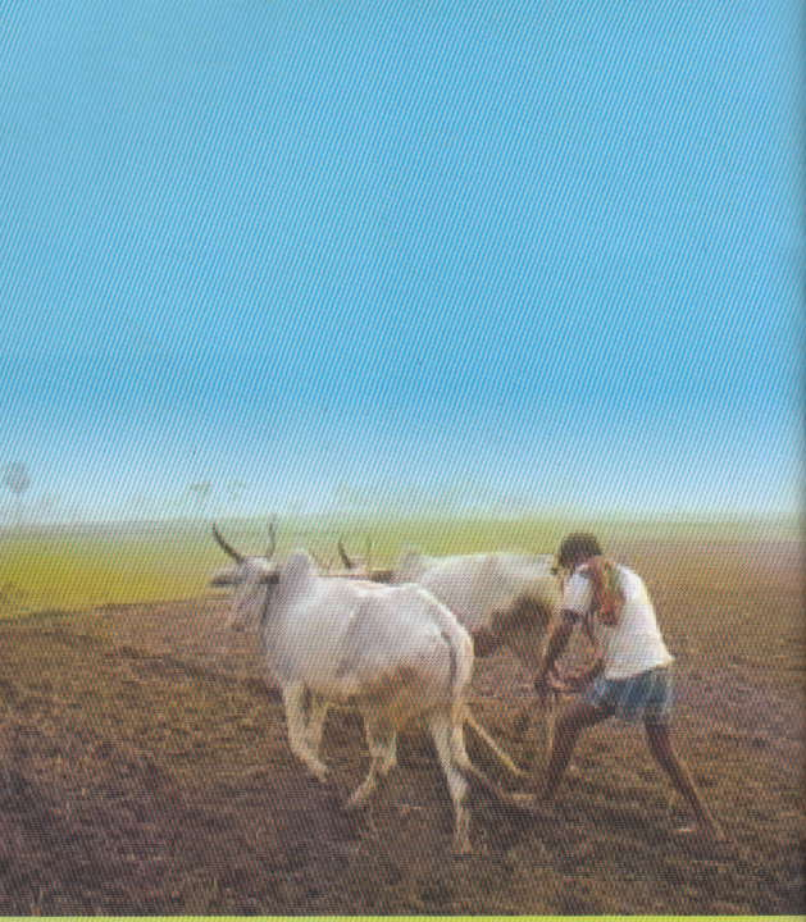

"This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this document are the sole responsibility of Caritas Austria and its partners and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union."